প্রথম আলো

তারিখ 17 JAN 2015
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

ছাত্রলীগের অভিযুক্ত দুই কর্মীর ভর্তি পুনর্বহাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ●

শিক্ষকের ওপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের দুই কর্মীর ভর্তি পুনর্বহাল করেছে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড। একই সঙ্গে ওই দুই শিক্ষার্থীকে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠেয় উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার অনুমতিও দেওয়া হয়। এ ঘটনায় ওই কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজের বাণিজ্য ভবনে অনুষ্ঠিত প্রাক্-নির্বাচনী পরীক্ষায় নকল করছিল মানবিক শাখার দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের কর্মী মো. নাহিদ হোসেন। ওই সময়ে কক্ষ পরিদর্শক কলেজের প্রভাষক আবদুল্লাহ হিল হাসান নাহিদকে পরীক্ষাকক্ষ থেকে বের করে দেন। এরপর নাহিদ তার সহপাঠী ছাত্রলীগের আরেক কর্মী কামরুল হোসেনকে ঘটনাটি মুঠোফোনে জানায়। পরে নাহিদ ও কামরুল তাদের অনুসারীদের নিয়ে কলেজে এসে ওই শিক্ষককে চড় মারে ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। এ ঘটনায় ওই শিক্ষক লক্ষ্মীপুর সদর থানায় নাহিদ ও কামরুলের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও আটজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। একই সঙ্গে দুই শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিলের জন্য কলেজের অধ্যক্ষ কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে আবেদন করেন। ওই বছরের ৮ সেপ্টেম্বর ওই দুই শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল ও একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেয় বোর্ড।

কলেজের অন্তত তিনজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, রাজনৈতিক চাপে এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে শিক্ষক আবদুল্লাহ হিল হাসান গত ১৮ ডিসেম্বর এ কলেজ থেকে বদলি হয়ে ফরিদপুর জেলার সদরপুর সরকারি কলেজে চলে যান। এরপর একটি মহল ওই শিক্ষককে ছাত্রলীগের দুই কর্মীর ভর্তি পুনর্বহাল ও এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার আবেদনে সুপারিশ করার জন্য চাপ দেয়। ৩ জানুয়ারি শিক্ষকদের না জানিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ সোলায়মান ছাত্রলীগের ওই দুই কর্মীর ভর্তি পুনর্বহাল ও এইচএসসি পরীক্ষায় সুযোগ দেওয়ার জন্য কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে সুপারিশ করেন।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক তরুণ কুমার সরকার বলেন, কলেজ অধ্যক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভর্তি বাতিল হয়েছিল। আবার একই অধ্যক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভর্তি পুনর্বহাল করা হয়েছে।